ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৪৬ ● কলকাতা ● ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ৩১ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

চন্দ্রিমার মাথায় জুড়লো নতুন পালক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূলের রদবদলের মধ্যেই আরও দায়িত্ব বাড়ল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। পেলেন তৃণমূল আইন সেলের নতুন দায়িত্ব। মলয় ঘটককে সরিয়ে লিগ্যাল সেলের দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে।প্রসঙ্গত, সাংগঠনিক স্তরে ইতিমধ্যেই দলের মহিলা সেলের সভানেত্রী পদে রয়েছেন চন্দ্রিমা। অন্যদিকে সরকারি স্তরে অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এবার তাঁর মাথাতেই এবার

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রী ৩১ মে মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন

নয়াদিল্লি, ৩০ মে, ২০২৫

লোকমাতা দেবী অহল্যা বাঈ হোলকার-এর ৩০০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৩১ মে মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন। তিনি সকাল ১১.১৫ মিনিটে ভোপালে লোকমাতা দেবী অহল্যা বাঈ মহিলা স্বশক্তিকরণ মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী ভোপালে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী মহাসম্মেলনে অংশ নিয়ে লোকমাতা দেবী অহল্যা বাঈ-এর উৎসর্গীকৃত একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং বিশেষ মুদ্রা প্রকাশ করবেন। ৩০০ টাকার এই বিশেষ মুদ্রায় অহল্যা বাঈ হোলকার-এর প্রতিকৃতি থাকবে। উপজাতি, লোকসংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পে অবদান রাখার জন্য একজন মহিলা শিল্পীকে জাতীয় দেবী অহল্যা বাঈ পুরস্কার প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী।

উজ্জয়িনীতে আসন্ন সিংহস্থ মহাকুম্ভ ২০২৮-এর কথা মাথায় রেখে শিপ্রা নদীর ওপর ৮৬০ কোটিরও টাকা মূল্যের ঘাট নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন শ্রী মোদী। নদীর জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য

এরপর ৩ পাতায়

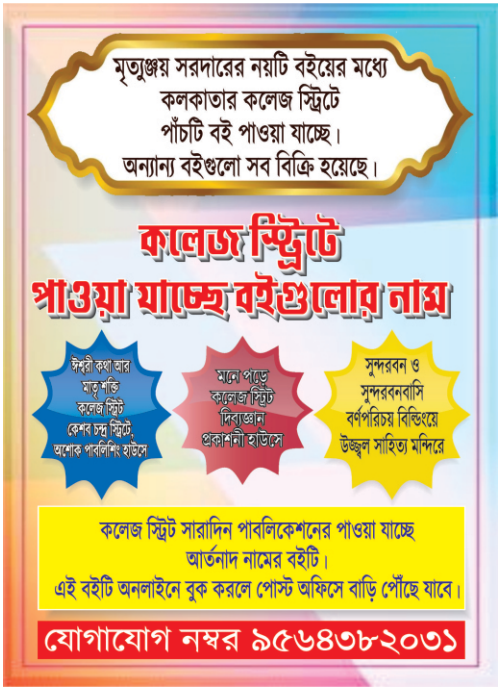

IC-কে হুমকিকাণ্ডে ক্ষমা চাইলেন অনুব্রত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পুলিশকর্তাকে হুমকি কাণ্ডে দলের প্রবল চাপে ক্ষমা চাইলেন কেষ্ট। পুলিশ অফিসারকে বাছা বাছা শব্দে অপমান করেছিলেন। রেয়াত করেননি রীতি নিয়ম, পুলিশের উর্দির সম্মান। এতটাই কদর্য ছিল সেই ভাষা যে, প্রতি শব্দের পরই একাধিক বিপ-শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেই অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়ে যায়।

এদিকে, বোলপুরের I C লিটন হালদারকে হুমকি-কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে FIR দায়ের হয়েছে। IC-র অভিযোগের ভিত্তিতে FIR দায়ের করেছে পুলিশ। জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। অন্যদিকে, অনুব্রতর গ্রেফতারির দাবিতে সিউড়িতে বিজেপি বিক্ষোভ দেখায় সিউড়িতে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে।

যে অডিও ক্লিপটি ভাইরাল হয়েছে তাতে নিজেকে অনুব্রত মণ্ডল বলে পরিচয় দিতে শোনা যথায়। বোলপুরের আইসিকে হুমকি দিতে শোনা যায় কুৎসিত ভাষায়। সেই অডিও ক্লিপে বলা হচ্ছে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে থানা থেকে বার করে আইসিকে পেটানো হবে। কোয়ার্টার থেকে চুলের মুঠি ধরে বের করা হবে। তারপর সেই অডিও ক্লিপ পোস্ট করে পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের ডিজির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। লেখেন, 'রাজীব কুমার দ্রুত এই বিষয়ে তদন্ত করে রাজ্যবাসীর কাছে জবাবদিহি করুন। তৃণমূলের নেতাদের কাছে পুলিশ সুরক্ষিত না হলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা!' তারপরই শোরগোল পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয় দল। তাঁকে ৪ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া নির্দেশ দেয় দল।

এরপর তৃণমূলের দেওয়া সময় চার ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই ক্ষমা চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমি নানা ধরনের ওষুধ খাই। দিদির পুলিশের বিরুদ্ধে কউ অভিযোগ করলে মাথা গরম হয়। আমি সত্যিই দুঃখিত ', চিঠিতে লিখলেন অনুব্রত মণ্ডল । তিনি দাবি করেন, তিনি পুলিশের কাজে সহায়তাই করে থাকেন। পুলিশের পাশে দাঁড়ান। তবে ক্ষমা চাইলেও চক্রান্তের তত্ত্বও সামনে এনেছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, 'বিজেপি কীভাবে আইসির সঙ্গে আমার কথাবার্তার ফুটেজ পেল?...কোনও চক্রান্ত নেই তো?'। কিন্তু সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিকদের সামনে বলেন, তাঁর কাছে খবর, পুলিশের মধ্যে থেকেই অডিও ক্লিপটি ভাইরাল হয়।

কেষ্টর হুমকি-অডিও ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে পড়ে যায় তৃণমূল। বলে দেওয়া হয় আগামী ৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুব্রত মণ্ডলকে ক্ষমা চাইতে হবে কেষ্ট মণ্ডলকে নিঃশর্তভাবে। দলের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, 'কোনও পুলিশ আধিকারিকের প্রতি এধরনের মন্তব্য সমর্থন করে না দল'। সেই সঙ্গে কাটছাঁট করা হয় কেষ্ট মণ্ডলের নিরাপত্তাতেও। সূত্রের খবর, তাঁর একটি গাড়িও পার্টি সরিয়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতির চাপে অবশেষে ক্ষমা চেয়ে নেন অনুব্রত।

সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে উদ্ধার 'টাকার পাহাড়'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিপাকে পড়েই অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল ছুঁড়ে মারলেন এক সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। এভাবেই উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে নগদ টাকার বৃষ্টি দেখল পথচারীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, উড়িষ্যার একজন রাজ্য সরকারি কর্মচারীর বাড়িতে ব্যাপক অভিযান চালান উড়িষ্যা পুলিশের একটি দল।

এই সাতটি স্থানের মধ্যে ছিল, আঙ্গুলের করাদাগাদিয়ায় দ্বিতল আবাসিক বাড়ি, ভুবনেশ্বরের দমদুমায় তাঁর একটি ফ্ল্যাট, পুরীতে আরেকটি ফ্ল্যাট, শিক্ষাকপদ, আঙ্গুলে সারঙ্গীর আত্মীয়ের বাড়ি, আঙ্গুলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, আঙ্গুলে তাঁর দ্বিতল পৈতৃক ভবন এবং তাঁর অফিস। তবে একটি নাটকীয় ঘটনায়, ভিজিল্যান্স অফিসাররা সারঙ্গির বাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্নীতিবাজ সারঙ্গি তার ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে নগদ টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে বান্ডিলগুলি উদ্ধার করা হয়। সারঙ্গির আঙ্গুলের বাসভবন থেকে ১.১ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরের ফ্ল্যাট থেকে আরও ১ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। তল্লাশি অভিযানের কয়েকটি ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে অফিসারদের নগদ টাকার স্তূপ গুনতে দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল, যার মধ্যে ২০০, ১০০ এবং ৫০ টাকার নোটের কিছু বান্ডিলও রয়েছে। নগদ টাকা গণনা এখনও চলছে। তবে এর পরিবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা জানা যায়নি। কিন্তু একজন সরকারি কর্মচারির এত আয়

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ৩১ মে মধ্যপ্রদেশ সফর করবেন

ব্যারেজ, স্টপ ড্যাম-র মতো বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মিত হবে। শেষপ্রান্তে থাকা মানুষের কাছে বিমান যোগাযোগের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী দাতিয়া ও সাতনা বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন, যা বিন্ধ্য অঞ্চলে শিল্প, পর্যটন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য নতুন সুযোগসুবিধার সূচনা করবে। শহরগুলিতে ভ্রমণ পরিকাঠামো উন্নত করার প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রদানমন্ত্রী ইন্দোর মেট্রোর ইয়েলো লাইনের সুপার প্রায়োরিটি করিডরে যাত্রী পরিষেবার সূচনা করবেন। আশা করা যাচ্ছে এরফলে যানজট ও দূষণ হ্রাস পাবে এবং যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। প্রধানমন্ত্রী ৪৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১,২৭১টি অটল গ্রাম সুশাসন ভবন নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদান করবেন। এই ভবনগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরিতে সুবিধা করে দেবে। ফলে তাদের প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনা, সভা এবং রেকর্ড সংরক্ষণে সাহায্য করবে।

(১ম পাতার পর)

চন্দ্রিমার মাথায় জুড়লো নতুন পালক

নতুন পালক। পেশায় আইনজীবী চন্দ্রিমা আগে চার বছর রাজ্যের আইন মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। এবার তাঁকেই লিগাল সেলের চেয়ারম্যান করল দল।একের পর এক মামলায় আদালাতে বারবার ধাক্কা খেতে হয়েছে রাজ্যকে। মুখ পুড়েছে দলের। এমতাবস্থায় চন্দ্রিমাকে লিগাল সেলের মাথায় এনেই কি ফের ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে দল?এর আগে যতবারই তাঁকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা মাথা পেতে নিয়েছেন চন্দ্রিমা। সরকারের হয়ে দিল্লিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

বিহারের কারাকাটে ৪৮,২০০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩০ মে, ২০২৫

বিহারের কারাকাটে আজ ৪৮,২০০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বিহারের পবিত্র ভূমিতে এইসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প রাজ্যের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপুল জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিহারের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানান।

সাসারামের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ভগবান রামের পরম্পরার সঙ্গে এই স্থান যুক্ত। তিনি বলেন, একবার কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণ করা দরকার। এই দর্শনই বর্তমানে নব ভারতের নীতি বলে তিনি জানান। পহলগাঁও-এ সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের কেবলমাত্র একদিন পরেই তিনি বিহারে এসে দেশের কাছে শপথ করেছিলেন, এই সন্ত্রাসের কুচক্রীদের ন্যায়বিচার হবেই। তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা তাদের কল্পনাতীত। আজ তিনি বিহারে দাঁড়িয়ে পুনরায় বলেন, তিনি তাঁর শপথ রক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানে বসে যারা আমাদের বোনেদের সিঁদুর মুছেছে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাদের ঘাঁটিগুলিকে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের মেয়েদের কপালের সিঁদুরের কী শক্তি তা পাকিস্তান এবং সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় যেসব জঙ্গী একসময় নিজেদের নিরাপদ মনে করতো, ভারতীয় সেনাশক্তির একটি আঘাতেই তারা পদানত হয়ে পড়েছে। শ্রী মোদী বলেন, পাকিস্তানের বিমানঘাঁটি এবং সামরিক ক্ষেত্রগুলিকে কয়েক মিনিটের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এটাই নতুন ভারত এবং পরাক্রমশালী নতুন ভারতের পরিচয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের যুবাদের অনেকেই ভারতের সামরিক বাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে কর্মরত। অপারেশন সিঁদুরে বিএসএফ যে অসাধারণ শৌর্য এবং সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে সারা বিশ্ব তা দেখেছে। তিনি বলেন, ভারতীয় সীমান্তে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানরা দেশের সুরক্ষার এক অলঙ্ঘনীয় ঢাল হিসেবে কাজ করছেন। ১০ মে সীমান্তে প্রহরায় দায়িত্বনিষ্ঠ থেকে দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করা বিএসএফ সাব ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজের প্রতি তিনি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী পুনরায় বলেন, অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় শক্তির যে নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে, তা কেবল ধনুক থেকে ছোঁড়া একটি তীর মাত্র।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, দেশের প্রতিটি শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই, তা সীমান্তের ওপারেই হোক বা দেশের ভিতরেই হোক। তিনি বলেন, বিগত বছরগুলিতে বিহার দেখেছে হিংসাশ্রয়ী এবং বিচ্ছিন্নতাকারী শক্তিগুলিকে কীভাবে নির্মূল করা হচ্ছে। তিনি সাসারাম, কৈমুর এবং সংলগ্ন জেলাগুলির উল্লেখ করে বলেন, অতীতে এইসব জেলাগুলিতে নকশালবাদের

এরপর ৫ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গের ডলি বিশ্বাস পেলেন ২০২৫ সালের জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার

কলকাতা, ৩০ মে, ২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ (৩০ মে, ২০২৫) রাষ্ট্রপতি ভবনে ২০২৫ সালের জন্য পরিষেবিকাদের জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার প্রদান করেন। দেশের মোট ১৫ জন পরিষেবিকা বা নার্সকে এই সম্মানীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় আজ। তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ডলি বিশ্বাস অন্যতম।

শ্রীমতী ডলি বিশ্বাস বর্তমানে কলকাতার ফোর্টিস হাসপাতালের চিফ নার্সিং অফিসার হিসেবে কর্মরত। তিনি বিগত ২৭ বছর দরে ফোর্টিস হাসপাতালে কাজ করছেন। কার্ডিওভাসকুলার থোরাসিক বিশেষজ্ঞ এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট নার্স হিসেবে তিনি যথেষ্ট পরিচিত। সকলেই তাঁর যোগাযোগ দক্ষতা ও নরম স্বভাবের প্রশংসা করেন।

শ্রীমতী বিশ্বাস কোভিড ১৯-এর সময় রোগী পরিষেবা ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ২০২২ সালে 'কোভিড ওয়ারিয়র অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন। তিনি হাসপাতালে নার্সিং প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন মানদন্ড গঠনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ২০২৪ এ তিনি দিল্লি থেকে কলকাতা গামী ইন্ডিগোর ৬ই ২৭৮৮ নম্বর ফ্লাইটে হৃদরোগে আক্রান্ত এক যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। এই জরুরি অবস্থা ঘটে দিল্লির আইজিআই বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৩-এ রানওয়েতে থাকা অবস্থায়। ওড়ার প্রস্তুতির মুহূর্তে এক ঘোষণার মাধ্যমে বিমানে থাকা যাত্রীদের মধ্যে কোন স্বাস্থ্যকর্মী থাকলে সাহায্যের অনুরোধ জানানো হয়। শ্রীমতী বিশ্বাস দুই তরুণ চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত সেই ডাকে সাড়া দেন। রোগী সেবার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

মমতা পুলিশের গা জোয়ারি, উত্তাল পরিস্থিতি শিয়ালদহে

এই রাজ্য সরকারের ওপর যে বিন্দুমাত্র ভরসা করা যায় না, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যোগ্য চাকরিহারা ব্যক্তিদের কাছে। প্রথমে সরকার বলেছিল, তাদের বিষয়টা ভাবনা চিন্তা করা হবে। আর এবার রিভিউ পিটিশন করার পাশাপাশি আবার তাদের আদালতের নির্দেশ মেনে পরীক্ষায় বসতে হবে বলে আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সরকার এই চাকরিহারাদের বিষয় নিয়ে অত্যন্ত বড় ফাদের মুখে পড়েছেন। তারা ভেবেছিল যে, সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করলে হয়ত নির্দেশ বদলে যাবে। কিন্তু না, আদালত যে চুরিটা ধরে ফেলেছে, দুর্নীতিটা ধরে ফেলেছে, তা স্পষ্ট সকলের কাছেই। তাই এবার আবার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশিকা জারি করতে হচ্ছে রাজ্যকে। আর যারা যোগ্য, যারা চাকরি দিয়ে সঠিকভাবে মেধার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছিলেন, তারা আবার কেন পরীক্ষা দেবেন, সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবেই তারা তুলছেন। আর সেই প্রশ্নের মুখে পড়ে রীতিমত জেরবার হয়ে কোনো কিছু বলতে পারবেন না জেনেই সকাল থেকেই চাকরি হারাদের আন্দোলনকে বন্ধ করতে শুরু হয়ে গেল পুলিশের গা জোয়ারি। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং নবান্নের ভয়ের বহিঃপ্রকাশেই পুলিশের এই অতি সক্রিয়তা বলে এই দাবি বিশেষজ্ঞদের।আর পরীক্ষায় বসবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন যোগ্য চাকরি হারা ব্যক্তিরা। আজ শিয়ালদহ থেকে নবান্ন পর্যন্ত একটি অর্ধনগ্ন মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন তারা। আর সেই মিছিলের আগেই শিয়ালদহ চত্বরে ২০১৬ সালের চাকরি-হারা কোনো ব্যক্তিকে দেখলেই রীতিমত নখ-দাঁত বের করে এই রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তার করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলো।

জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকেই পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। যেখানে চাকরি হারাদের একটি মিছিল শুরু হওয়ার কথা। যে মিছিল নবান্ন পর্যন্ত যাবে বলে গতকালই জানিয়ে দিয়েছিলেন চাকরিহারা ব্যক্তিরা। এমনকি তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান বলেও দাবি জানিয়েছেন। আর নবান্ন পর্যন্ত যাতে মিছিল যেতে না পারে, তার জন্য শিয়ালদহ সেই চাকরিহারারা জমায়েত আগেই পুলিশের পক্ষ থেকে রীতিমত বলপূর্বক একের পর এক গ্রেপ্তার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। যাকে তুলোধোনা করছে বিরোধীরা।

বিরোধীদের দাবি, এই রাজ্যের পুলিশ ঠিক কতটা নির্লজ্জ, কতটা অপদার্থ হতে পারে, তা এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। রাজ্যের সরকারের তো কোনো ভয় নেই, তারা নাকি জবাবদিহি দেওয়ার জন্য তৈরি! তাহলে কেন মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত যোগ্য চাকরিহারা ব্যক্তিরা, যারা আন্দোলন করছেন, যারা আজকে অর্ধনগ্ন মিছিলের ডাক দিয়েছেন, শুধুমাত্র তার সঙ্গে কথা বলার জন্য, সেখানে তিনি কথা বলছেন না কেন? কেন পুলিশ দিয়ে তাদের সেই আন্দোলনকেই বাধা দেওয়া হচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন। তাহলে এইভাবে যোগ্য চাকরিহারা ব্যক্তিদের আন্দোলনের টুটি চিপে ধরে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে আর এই ফ্যাসিস্ট আচরণের কারণ কি, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেতাল্লিশতম পর্ব)

ধনের দেবী, তাঁরা সম্ভবত দেবীর এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নন। সমুদ্রমন্থন থেকে উদ্ভব মা লক্ষ্মীর। কিন্তু সবার আগে জানা প্রয়োজন তিনি কে? কীভাবে আবির্ভূতহলেন তিনি। এই নিয়ে নানা মত রয়েছে। কখনও বলা হয় তিনি ছিলেন ঋষি ভৃগুর সন্তান এবং সমুদ্রমন্থনে তাঁর পুনর্জন্ম হয়। আবার অন্য একটি মত অনুযায়ী, তিনি সমুদ্রদেব বরুণের কন্যা। মা লক্ষ্মীরও আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী সরস্বতী। একটি পৌরাণিক গল্পে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার সাত সন্তান, সপ্তঋষির মধ্যে ৬ জনই দেবী সরস্বতীর আরাধনা করে দৈবজ্ঞান লাভ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে উদ্ধার 'টাকার পাহাড়'

হতেই পারেনা, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, তিনি কী পরিমাণে ঘুষ নিয়ে তাঁর সম্পত্তি বাড়িয়েছিলেন।তাঁর বাড়িতে গিয়ে যা দেখলেন তাতে একেবারে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায় কর্মকর্তাদের। বহুদিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল বৈকুণ্ঠ নাথ সারঙ্গি নামক একজন রাজ্য সরকারের কর্মচারীর বিরুদ্ধে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন তিনি। বৈকুণ্ঠ সারঙ্গির বিরুদ্ধে তাঁর জ্ঞাত আয়ের উৎসের তুলনায় অতিরিক্ত সম্পদের অভিযোগ উঠেছিল।

এরপরেই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যান আটজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (ডিএসপি), ১২ জন ইন্সপেক্টর এবং ছয়জন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই) সহ ২৬ জন পুলিশ কর্মকর্তার একটি দল এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মীরা। আর তাতেই যা দেখতে পান তাতে নিজের চোখকেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারছেন না পুলিশের দল। তল্লাশি চলাকালীন ওই সরকারি কর্মচারীর বাড়ি থেকে প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার হয়েছে। ব্যক্তির সম্পত্তি ওড়িশার আঙ্গুল, ভুবনেশ্বর এবং পিপিলি (পুরী) এর মতো প্রায় সাতটি স্থান জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সবগুলি জায়গাতেই একযোগে অভিযান চালিয়ে ভিজিল্যান্স বিভাগ প্রায় ২.১ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করেছে।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কোচবিহার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন এই মন্দির পরিচালনা কষ্টকর হয়ে ওঠে। ১৬৫৮ সালে অহোম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ নিম্ন আসাম জয় করলে এই মন্দির সম্পর্কে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অহোম রাজারা শাক্ত বা শৈব ধর্মাবলম্বী হতেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

বিহারের কারাকাটে ৪৮,২০০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

ভয়ভীতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেও তা নকশাল প্রভাবিত গ্রামগুলিতে পৌঁছতে পারতো না। সেখানে কোনো হাসপাতাল বা মোবাইল টাওয়ার ছিল না। বিদ্যালয়গুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাস্তা নির্মাণের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের হত্যা করা হত। তিনি বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানে এইসব সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির কোনো বিশ্বাস ছিল না। নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এই অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। জঙ্গলরাজ সরকার থেকে বিহারে এখন উন্নয়নের সরকার রাজ্যকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ভাঙাচোরা মহাসড়ক, বিপর্যস্ত রেল ব্যবস্থা, সীমিত উড়ান সংযোগ এখন অতীতের বিষয়। বিহারে এক সময় একটিমাত্র বিমান বন্দর ছিল পাটনাতে। কিন্তু আজ দ্বারভাঙা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি বিমান যোগে দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরুও যাওয়া যায়। পাটনা বিমান বন্দরের টার্মিনালের আধুনিকীকরণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। এই টার্মিনাল তৈরি হওয়ায় এই বিমান বন্দর এখন ১ কোটি যাত্রী পরিবহনে সক্ষম। বিহারে বিহতা বিমান বন্দরে ১,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

বিহার জুড়ে ৪ লেন ৬ লেনের সড়ক উন্নয়ন রাজ্যের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দ্রুত সহায়ক হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাটনা থেকে বক্সা, গয়া থেকে ধোবি এবং পাটনা থেকে বুদ্ধগয়া মহা সড়কের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। পাটনা-আরা-সাসারামে গ্রিনফিল্ড করিডরের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। গঙ্গা, সোন, গণ্ডক, কোশি প্রভৃতি নদীর ওপর নতুন সেতু নির্মাণ বিহারের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে বলে তিনি জানান। কোটি কোটি টাকার নানা প্রকল্পে বিনিয়োগ, তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান, পর্যটনের প্রসার এবং এলাকায় বাণিজ্যে সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারে রেল পরিকাঠামোর রূপান্তর ঘটেছে। বিশ্বমানের বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা হয়েছে। ছাপড়া, মুজাফ্ফরপুর, কাটিহার প্রভৃতি জায়গায় রেল পথ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলেছে। শ্রী মোদী বলেন, সাসারামে ১০০রও বেশি ট্রেন দাঁড়াবে যার মধ্যে দিয়ে এলাকার অগ্রগতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। রেল নেটওয়ার্ককে আধুনিক করে তোলার ওপরও জোর দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারে এইসব উন্নয়নের কাজ অতীতেও করা যেত। তবে বিহারের রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের সঙ্গে যুক্তরা ব্যক্তিগত স্বার্থে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি করেছে। রাজ্যের মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কোনোরকম প্রবঞ্চনা এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে বিহারের মানুষকে তিনি সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপরেই নির্ভর করে শিল্পের অগ্রগতি এবং জীবনযাত্রার সাচ্ছন্দ্য। তিনি বলেন, বিহারে বিদ্যুৎ ক্রয় বর্তমানে বিগত দশকের তুলনায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নবীনগরে ৩০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এনটিপিসি-র নির্মীয়মান বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন পিএম কুসুম প্রকল্প থেকে কৃষকরা নানাভাবে উপকৃত। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে তাঁরা উপার্জন করতে পারছেন। তাঁদের কৃষি উৎপাদনের কাজেও তা লাগছে বলে তিনি জানান। আধুনিক পরিকাঠামো গ্রামে নানা সুবিধা নিয়ে আসে। গ্রামের গরিবরা, কৃষকরা, ছোট ব্যবসায়ীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। তিনি বলেন, ৩ কোটি মহিলার লাখপতি দিদি উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ঘটেছে। ৪ কোটি নতুন আবাসন প্রদান করা হয়েছে। ১২ কোটিরও বেশি গৃহে পাইপ বাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ৭০ বছরের বেশি প্রবীণ নাগরিকরা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় যাতে চিকিৎসা পান তার সংস্থান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো গ্রাম বা পরিবার যাতে পিছিয়ে না থাকে তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য নিয়ে বিহার ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর সমগ্র সেবা অভিযান শুরু করেছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সরকার সুবিধাপ্রাপকদের কাছে সরাসরি পৌঁছলে দুর্নীতি এবং বৈষম্যকে দূর করা যায়। বাবা সাহেব আম্বেদকর, কর্পুরী ঠাকুর, বাবু জগজীবন রাম এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের আদর্শ পথে বিহারের রূপান্তরের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত উন্নত ভারত গড়ে তুলতে রাজ্যের অবদানকে সুনিশ্চিত করা। তিনি বলেন, বিহারের যখনই উন্নতি হয়েছে, ভারত উন্নয়নের নতুন শিখর স্পর্শ করেছে। উপস্থিত জনসাধারণকে উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শেষে পুনরায় আস্থার সঙ্গে বলেন, একত্রে উন্নয়নের পথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রী জিতন রাম মাঝি, শ্রী গিরিরাজ সিং, শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং, শ্রী চিরাগ পাসওয়ান, শ্রী নিত্যানন্দ রাই, শ্রী সতীশচন্দ্র দুবে, ডঃ রাজ ভূষণ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠক ইউনূসের আইন উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: প্রয়াত সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদের আশঙ্কাই কী সত্যি হতে চলেছে? দেশ স্বাধীন করার অপরাধে কী ফাঁসিতে ঝোলানো হবে মুক্তিযোদ্ধাদের? সূত্রের খবর, রাজাকারদের যেমন যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার হয়েছিল, তেমনই ভারতের ইশারায় পাকিস্তান ভাঙার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার করতে চাইছে মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস সরকার।ক্ষমতায় আসার পরেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ও হিন্দুদের উপরে গণহত্যা সংগঠিত করা জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে চলা মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুক্তি দেওয়া হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কসাই ও গণধর্ষক এটিএম আজহারুল ইসলামকে। তিনি যাতে মুক্তি পান তার জন্য আরকারি আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল 'আলবদর' কম্যান্ডার গাজী আবুবক্কর সিদ্দিকীর ছেলে গাজী এইচ তামিমকে। যিনি নিজে আজহারের মুক্তির বিরোধিতা না করে উল্টে বেকসুর খালাস দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। এটিএম আজহারুলের মতো গণহত্যাকারী এবং গণধর্ষকের মুক্তির পিছনে যে পাকিস্তানের পোষ্যভৃত্য মোল্লা ইউনূসের হাত রয়েছে, তা বাংলাদেশের মানুষের কাছে জলের মতো পরিস্কার। অনেকেই ওই প্রহসনের বিচার নিয়ে সরব হয়েছেন। আর ওই প্রতিবাদ দমাতে সরকারের তরফে যেমন ইসলামী ছাত্র শিবিরের গুন্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনই মুক্তিযোদ্ধাদের বিচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে আইন উপদেষ্টা বলেছেন, 'বাংলাদেশে বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শেখ হাসিনার পতনের পরে পাকিস্তানপন্থীরা অনেক শক্তিশালী হয়েছে। ভারত ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পরিবেশ ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার করার এটাই আদর্শ সময়। তদারকি সরকার থাকাকালীন খুব দ্রুততার সঙ্গে এই বিচার সম্পূর্ণ করতে হবে।' বৈঠকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচারের জন্য নতুন ট্রাইব্যুনাল খোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও বিএনপি নেতা তথা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান ইউনূস সরকারের এমন উদ্যোগ নিয়ে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশ স্বাধীনের অপরাধে যদি একজন মুক্তিযোদ্ধাকেও শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে আরও একটি একাত্তর সংগঠিত হবে বাংলাদেশের বুকে।'গতকাল বৃহস্পতিবারই (২৯ মে) বিষয়টি নিয়ে প্রধান বিচারপতি তথা 'রাজাকার' পুত্র সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তদারকি সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনার বিচারের দায়িত্বে থাকা আন্তর্জাতিক আপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি তাজুল ইসলাম এবং জামায়াত শিবিরের আইনজীবী মহম্মদ শিশির মনির।

প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলা বৈঠকে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচারের আওতায় আনা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জামায়াত ইসলামীর দুই আইনজীবী তাজুল ইসলাম ও শিশিরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করার। বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তদারকি সরকারের আইন উপদেষ্টার বক্তব্য, 'একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সমর্থক বহু জামায়াত ইসলামী কর্মীকে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করেছেন। ফলে তাদেরও বিচার হওয়া উচিত।'

গত ৫ অগস্ট বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই বিচারব্যবস্থায় রাজাকার ও পাকিস্তান পন্থীদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি পদে বসানো হয়েছে 'রাজাকার' পুত্র তথা জামায়াত ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশ সুরার সদস্য সৈয়দ রেফাত আহমেদকে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ছয় বিচারপতি পদেও রাজাকার পুত্র-কন্যাদের বসানো হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি করা হয়েছে রাজাকার শিবিরের আইনজীবী তাজুল ইসলামকে। সিংহভাগ সরকারি আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'রাজাকার' পরিবারের সদস্যদের।

গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেছেন "গোয়ার অনন্য সংস্কৃতি ভারতের গর্ব। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোয়ার মানুষেরা তাদের প্রভাব ফেলেছেন। এই রাজ্য সর্বদা সারা বিশ্বের মানুষকে আকর্ষণ করে আসছে।"

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে সেরাজ্যের আমার ভাই বোনেদের শুভেচ্ছা। গোয়ার অনন্য সংস্কৃতি ভারতের গর্ব। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোয়ার মানুষেরা তাদের প্রভাব ফেলেছেন। এই রাজ্য সর্বদা সারা বিশ্বের মানুষকে আকর্ষণ করে আসছে। গত দশকে এখানে অনেক কাজ হয়েছে, যা গোয়ার উন্নতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আগামীদিনে এই রাজ্য উন্নয়নের নতুন শিখরে পৌঁছোবে।"

সিনেমার খবর

ওয়ামিকার শাহরুখ কাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শাহরুখ খানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে হাতের শিরা কাটার কথা বলে বলিউড বাদশাহকে চমকে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বি! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তিনি।

শাহরুখকে হাতের শিরা কাটার কথা বললেন ওয়ামিকা! অ্যাটলির হিট ছবি 'জওয়ান'-এর পর অ্যাটলি যখন 'বেবি জন' প্রযোজনা করেন, তখন সেই ছবির এক অনুষ্ঠানে শাহরুখ খানকে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানেই প্রথমবার শাহরুখকে সামনে থেকে দেখেন ওয়ামিকা। অভিনেত্রী জানান, শাহরুখ মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য এসেছিলেন। সেটে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরেছিল।

ওয়ামিকা তাঁর ভাই হার্দিকের সঙ্গে শাহরুখের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, শাহরুখের সঙ্গে দেখা হলে কী কথা বলবেন। ওয়ামিকা তাঁর ভাইকে জিজ্ঞাসা করেন, শাহরুখ কথা বলতে এলে কী বলা উচিত। উত্তরে তাঁর ভাই মজা করে বলেন, হাতের শিরা কাটার কথা বলতে!

শাহরুখের প্রতিক্রিয়া

কিছুক্ষণ পরেই শাহরুখ যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ওয়ামিকার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আর তখনই ঘটে সেই অদ্ভুত ঘটনা। ওয়ামিকা শাহরুখকে বলেন, "সত্যিই দারুণ লাগল আপনার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু আমার ভাই বলছিল, আমার হাতের শিরা কেটে ফেলা উচিত। কিন্তু আমি সেটা করব না।"

ওয়ামিকার এমন কথা শুনে সবাই চমকে যান। শাহরুখও কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যান। প্রযোজনা সংস্থার সকলে সেদিন ওয়ামিকার কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

খাকি-ই বলিউডের দরজা খুললো! এবার হিন্দি ছবিতে জিতের সফর শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার রিলিজ হতেই প্রশংসিত হয়েছে জিতের অভিনয়। বলিপাড়ার অন্দরমহলে নাকি জিতকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই! একাধিক সিনেমার প্রস্তাবও এসেছে অভিনেতার ঝুলিতে। মুম্বইয়ের এক হিন্দি ছবির নায়কের ভূমিকার অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব গিয়েছে টলিউডের বস-র কাছে। যিশু সেনগুপ্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়-সহ বাংলার আরও অনেকেই এখন বাণিজ্যনগরীতে চুটিয়ে ছবি করছেন। এবার সেই তালিকাতেই নবতম সংযোজন হতে চলেছেন জিৎ। সম্প্রতি জিৎ বলেছিলেন, এত বছর ধরে হিন্দি ইন্ডাস্ট্রির কেউ তাঁর কথা ভাবেনি। তবে তিনি বরাবরই মুম্বইতে কাজ করতে চাইতেন কারণ তিনি আদতে হিন্দিভাষী। আঞ্চলিক সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে কমার্শিয়াল সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের ১০-১৫ বছর ধরে মনোরঞ্জন করা অভিনেতাদের মধ্যে খুব কমই আছে, যাঁরা ভাল হিন্দি বলতে পারেন। এটা তাঁর ইউএসপি, যা অন্যান্য অনেক আঞ্চলিক অভিনেতাদের নেই। বাংলায় কাজ করাটাই তাঁর জন্য আসল চ্যালেঞ্জ ছিল, কারণ তিনি হিন্দিভাষী।এর আগে মুম্বইয়ে 'চেঙ্গিজ'-র প্রচার করেছিলেন তিনি। জাতীয়স্তরে হিন্দি ভাষাতেও মুক্তি পেয়েছিল ছবি। শোনা যাচ্ছে, এক বলিউড ছবিতে দ্বিতীয় মুখ্য চরিত্রের প্রস্তাব গিয়েছে জিতের কাছে। এবার দেখার, তিনি রাজি হন কি-না!

'সাথী' থেকে 'বস' বাংলা ছবির দুনিয়ায় বাইশ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন জিৎ। 'জোশ', 'আওয়ারা', 'শুভদৃষ্টি', 'দুই পৃথিবী'র মতো বাণিজ্যিক ছবি যেমন রয়েছে তাঁর ঝুলিতে, তেমনই তাঁকে 'অসুর', 'রাবণ'-র মতো ছকভাঙা চরিত্রেও দেখেছে বাংলা। দীর্ঘদিন ধরেই প্রযোজকের ভূমিকাও দেখা যাচ্ছে তাঁকে। রাজনীতির সাতে-পাঁচে থাকেন না! বিতর্ক থেকে দূরেই তাঁর বসতি। নীরজ পাণ্ডের 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-র সুবাদেই জিতের বলিউড অভিষেক ঘটল। এবার শোনা যাচ্ছে, বলিউডের বড় প্রজেক্টে তাঁকে দেখা যাবে।

বলিউডে স্থায়ী হতে চান দর্শনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

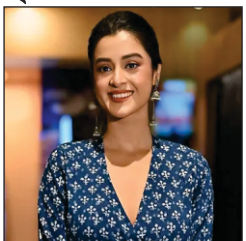

হিন্দি একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন কলকাতার অভিনেত্রী দর্শনা বণিক। সবশেষ অনুরাগ বসুর 'মেট্রো ইন দিনো' ছবিতে পার্শ্ব অভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে, এই প্রথম কোনো মূলধারার বাণিজ্যিক বলিউড সিনেমার মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন দর্শনা। এই টলিউড সুন্দরীকে বিক্রম ভাট পরিচালিত থ্রিলার ঘরানার সিনেমায় দেখা যাবে। সিনেমাটির নাম 'বিরাট'। জানা গেল, এই থ্রিলারধর্মী সিনেমায় দর্শনার সঙ্গে মিঠুনপুত্র নমাশি চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন। 'বিরাট'-এর চিত্রনাট্য বৃটিশ শাসনকালে উত্তপ্ত ভারতের প্রেক্ষাপটে সাজানো হয়েছে। সে সময়ে রেললাইন তৈরির জন্য শেরাওয়ালির মন্দির ভাঙার চেষ্টা করে ইংরেজরা। সেখান থেকে গল্প মোড় নেয় অন্যদিকে। ইংরেজদের রেললাইন তৈরির কাজ দৈবশক্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই পিরিয়ড সিনেমায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তাও দেয়া হবে। জানা যায়, ইতিমধ্যে মুম্বইতে সেট তৈরি করে কিছু অংশের শুট হয়ে গেছে। বাকিটা উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, বিক্রম ভাটের বলিউড সিনেমার জন্যই সৃজিত মুখোপাধ্যায় 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরিত্রটি হাতছাড়া হয়েছে দর্শনার। এদিকে, কলকাতা থেকে বলিউডে স্থায়ী হতে চান এ অভিনেত্রী। তিনি সম্প্রতি বলেন, বলিউডে স্থায়ীভাবে কাজ করতে চাই আমি। তার প্রথম ধাপ হলো 'বিরাট'। আর এটা আমার জন্য তুমুল চ্যালেঞ্জের একটি বিষয়ও বটে।

বার্সার পছন্দের উইলিয়ামসে চোখ রিয়াল মাদ্রিদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের নিয়ে মৌসুমে কিছুই জিততে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। এতেই যেন লস ব্লাঙ্কোস প্রেসিডন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের মাথা খারাপ হওয়ার দশা। আগামী মৌসুমে ঘিরে দল গড়তে তোড়জোড় লাগিয়েছে রিয়াল বোর্ড।

জাবি আলোনসো রিয়াল মাদ্রিদের কোচের দায়িত্ব নিচ্ছেন। এরই মধ্যে ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেক্সজান্ডার অর্নাল্ড ও ডিন হুইসেনের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। আলোনসোর চাওয়ায় আরেক তরুণ ডিফেন্ডার আলভারো কারেরাস রিয়ালে যোগ দেওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

এর মধ্যেই অ্যাথলেটিকো বিলবাওয়ের ২২ বছর বয়সী স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড নিকো উইলিয়ামসকে কেনার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। নিকো আবার বার্সার তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামালের খুব কাছের বন্ধু।

তাকে রিলিজ ক্লজের অর্থ অর্থাৎ ৫৮ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে কিনতে হবে রিয়াল মাদ্রিদের। ওই শর্তে আপত্তি নেই লস ব্লাঙ্কোসদের। নিকোকে কেনার লড়াই থেকে বার্সা অবশ্য কিছুটা সরে এসেছে। তবে আর্সেনাল তার দিকে নজর রাখছে।

গুঞ্জন আছে, রদ্রিগো গোয়েস আগামী মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়বেন। তার জায়গা পূরণে নিকো উইলিয়ামসকে কেনার কথা ভাবছে লস ব্লাঙ্কোসরা। ওদিকে রদ্রিগোকে কেনার লড়াইয়েও আছে আর্সেনাল।

ফরোয়ার্ডের পাশাপাশি মিডফিল্ড শক্ত করার কথাও ভাবছে রিয়াল মাদ্রিদ বোর্ড। তাদের প্রথম পছন্দ ছিল লিভারপুলের ম্যাক অ্যালিস্টার। তবে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এখন রেডস শিবির ছাড়তে চান না বলে খবর। এরপর চেলসির এনজো ফার্নান্দেজকে রিয়াল কিনতে পারে এমন খবর এসেছে।

রোমার কোচ হচ্ছেন জার্গেন ক্লপ!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমার নতুন কোচ হিসেবে শোনা যাচ্ছে লিভারপুলের সাবেক কিংবদন্তি কোচ জার্গেন ক্লপের নাম। ইতালির শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম লা স্তাম্পার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ক্লদিও রানিয়েরির বিদায়ের পর রোমার ডাগআউটের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন এই জার্মান কোচ।

যদিও এখন পর্যন্ত ক্লাবটির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। তবে ইতালির বিভিন্ন সূত্র বলছে, আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এমনকি ক্লপ নাকি ইতোমধ্যেই সবুজ সংকেতও দিয়ে দিয়েছেন রোমার দায়িত্ব নিতে। মাত্র কয়েক মাস আগেই লিভারপুলকে আবেগঘন বিদায় জানিয়ে ক্লপ বলেছিলেন, তিনি দীর্ঘ সময় কোচিং থেকে বিরতিতে থাকতে চান। বিদায়ের সময় লিভারপুল সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমি ক্লান্ত, এবার আমি নিজেকে সময় দিতে চাই।' কিন্তু সেই ক্লপই এবার হয়তো দ্রুতই আবার কোচিংয়ে ফিরছেন। বিদায়ের ছয় মাস না যেতেই তিনি চুক্তি করেছিলেন রেড বুল ফুটবল গ্রুপের সঙ্গে, যেখানে তার দায়িত্ব ছিল সংস্থাটির বিভিন্ন ক্লাব প্রজেক্ট তদারকি করা। সেই দায়িত্বে বেশিদিন থাকা হয়নি। নতুন গুঞ্জন বলছে, এবার সিরি আ'র ক্লাব রোমার হাল ধরছেন তিনি।

এর আগে ক্লপ জার্মান ক্লাব মেইনজ ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে সাফল্যের সাথে কাজ করেছেন। পরে লিভারপুলে এসে ইতিহাস তৈরি করেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপসহ জিতেছেন একের পর এক ট্রফি।

তবে এখনো ক্লাব কিংবা কোচের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কিছু জানানো হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, সবকিছু ঠিক থাকলে কয়েক দিনের মধ্যেই ঘোষণা দিতে পারে রোমা।

আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার পাজকে ফিরিয়ে আনছে রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের ছেলে নিকো পাজ। আর্জেন্টাইন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার গত মৌসুমে লস ব্লাঙ্কোসদের জার্সিতে ৮ ম্যাচ খেলে একটি গোলও করেন। তবে চলতি মৌসুমের শুরুতে তাকে ধারে ইতালির ক্লাব কোমোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেখানে দারুণ মৌসুমে কাটিয়েছেন পাজ। সেস ফ্যাবরেগাসের অধীনে মৌসুমে ৩৩ ম্যাচ খেলে ৬ গোল করেছেন তিনি। প্রতিভাবান এই ২০ বছর বয়সী মিডফিল্ডারকে তাই রিয়াল মাদ্রিদ পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে আনার চিন্তা করছে।

স্পেনের সংবাদ মাধ্যমের বরাতে ফুটবল দলবদল বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ফ্যাবরিজিও রোমানো দাবি করেছেন, নিকো পাজকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি রিয়াল মাদ্রিদ বোর্ডের বিবেচনায় আছে। কোমোয় তিনি ধারে থাকলেও তাকে ফিরিয়ে আনতে ৮ মিলিয়ন ইউরো শোধ করতে হবে ব্লাঙ্কোসদের। ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের বোর্ডের ওই শর্তে কোন আপত্তি নেই।

নিকো পাজের জন্ম স্পেনে। মাত্র ১১ বছর বয়সে রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ দল লা ফ্যাবরিকায় যোগ দেন তিনি। ২০২২ মৌসুমে রিয়াল ক্যাস্তেলায় জাগয়া পান পাজ। সেখানে ৪৯ ম্যাচ খেলে ১১ গোল করার পর রিয়াল মাদ্রিদের মূল দলে জায়গা মেলে তার।

পাজ এরই মধ্যে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে দুটি ম্যাচ খেলেছেন। আলবিসেলেস্তে কোচ লিওনেল স্কালোনি তাকে ম্যাক অ্যালিস্টারের বিকল্প মিডফিল্ডার মনে করেন। আর্জেন্টিনার ঘোষিত জুনের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচের প্রাথমিক দলেও জায়গা পেয়েছেন এই তরুণ মিডফিল্ডার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR